ইউনিট ১

যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

ভূমিকাঃ

আপনারা যে বিষয়টি পড়তে যাচ্ছেন তাকে বলে যুক্তিবিদ্যা। এখন প্রথমেই আমাদের যা জানা দরকার তা হলো যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে, এর বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা কী? যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান এবং যুক্তিবিদ্যার সাথে দর্শন, মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার সম্পর্ক কী? যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা বা ভাষায় প্রকাশিত চিন্তার বিজ্ঞান। মানুষকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি তাহলে বলতে পারি 'মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী'। মানুষের এ বুদ্ধিবৃত্তিই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র করেছে। এ বুদ্ধি নামক বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ বিভিন্ন সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করে সমাধানে অগ্রসর হয়। মানুষ অজানাকে জান্‌তে চায় এবং যা রহস্যাবৃত তার রহস্য উন্মোচন করতে চায় এ বুদ্ধির কারণেই। বুদ্ধিবৃত্তির উপস্থিতির কারণে কেবল বর্তমানই নয় বরং অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও চিন্তা করতে সক্ষম হয় মানুষ। তবে এটাও সত্য যে অতীত ও ভবিষ্যতের কোন বিষয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নয়, পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়। আর সে কারণেই অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে হয় অনুমানের (inference) মাধ্যমে। কোন জানা বিষয়ের ভিত্তি থেকে কোন অজানা বিষয় সম্পর্কে ধারণা করার প্রক্রিয়া হলো অনুমান। আর এ অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে যুক্তি। অনুমান নির্ভর জ্ঞান যথার্থ হতে পারে যদি তা সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই মানুষের চিন্তা সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা বুঝার জন্যই যুক্তিবিদ্যা (Logic) মানুষের বিশেষ জ্ঞানের শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যথার্থভাবে যুক্তি প্রদানের জন্যই প্রয়োজন যুক্তিবিদ্যার।

পাঠ ১

যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা ও আলোচ্য বিষয়

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি

- যুক্তিবিদ্যার অর্থ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবেন।

১.১.১: 'যুক্তিবিদ্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও সংজ্ঞা

যুক্তিবিদ্যা ইংরেজী Logic শব্দের বাংলা পরিভাষা। এখানে উল্লেখ্য যে, যুক্তিবিদ্যার অন্যান্য প্রতিশব্দ হিসাবে যুক্তিবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, তর্কবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। তবে Logic কথাটির বুৎপত্তিগত অর্থের ও বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যুক্তিবিদ্যা পরিভাষাটি অধিক যুক্তিসংগত বলে গ্রহণ করতে পারি।

ইংরেজী Logic শব্দটি গ্রীক Logos থেকে উদ্ভুত। Logic শব্দের গ্রীক বিশেষণ Logike (লজিকে) এবং তা থেকে Logic শব্দের উৎপত্তি। Logos শব্দের অর্থ হলো 'চিন্তা' ভাষা বা 'শব্দ'। চিন্তার সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ট। এই ভাষা বা শব্দ হলো চিন্তার বাহন। সেজন্য একই শব্দ দ্বারা চিন্তা ও ভাষা দুই-ই বুঝানো হয়। তাই শব্দার্থের দিক থেকে বলা যায় যে, ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্পর্কিত বিদ্যাই হলো যুক্তিবিদ্যা।

এখন দেখা যাক্ চিন্তা (Thought) বলতে কি বুঝায়?

চিন্তা শব্দটির অর্থ খুবই ব্যাপক। চিন্তা শব্দের নানা রকম অর্থ হতে পারে। কখনও কখনও চিন্তা শব্দটি জ্ঞান অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও চিন্তা বলতে চিন্তার পদ্ধতি বা চিন্তার ফল অথবা পরিনামকেও বুঝায়। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা মূলতঃ যুক্তি পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করে। অন্যদিকে চিন্তা কখনও শুদ্ধ হতে পারে আবার কখনও অশুদ্ধ হতে পারে। যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো শুদ্ধ চিন্তা । কিন্তু যুক্তিবিদ্যা শুধু মাত্র চিন্তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে না বরং অনুমানমূলক চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে। এর অনুমানমূলক চিন্তাই হলো সবিচার বা বিচারমূলক চিন্তা (Reflective Thinking)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় সবিচার চিন্তা । তাই বলা যেতে পারে যুক্তিবিদ্যা যথাযথভাবে যুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠিত যুক্তির যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে। সে দিক থেকে আমরা বলতে পারি, যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে যথার্থভাবে যুক্তি প্রদান ও অযার্থযুক্তি পরিহার করা সম্ভব তাকে যুক্তিবিদ্যা বলে।

নিম্নে কয়েকজন খ্যাতনামা যুক্তিবিদ প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কীয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

১. যোসেফের মতে- "যুক্তিবিদ্যা হলো চিন্তা বিষয়ক বিজ্ঞান"।

২. কপি বলেছেন, "যুক্তিবিদ্যা হলো যথার্থ যুক্তি থেকে অযথার্থ যুক্তির পার্থক্য নির্দেশক সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি ও নীতি বিষয়ক বিদ্যা"।

৩. যুক্তিবিদ মিলের মতে,"যুক্তিবিদ্যা হলো এমন বিজ্ঞান যা বিচার বা প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক ক্রিয়ার সহায়ক মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করে।

উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি, যে বিষয় যুক্তি ও তার সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যে যথার্থ যুক্তি প্রয়োগ ও অযথার্থ যুক্তি পরিহার করতে সহায়তা করে তাকে যুক্তিবিদ্যা বলে।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যা হলো ভাষায় প্রকাশিত চিন্তার বিজ্ঞান। এ শাস্ত্রকে অনুমানের বিজ্ঞানও বলা হয়। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। সঠিকভাবে যুক্তি প্রদান এবং অযথার্থ যুক্তি পরিহার করার কৌশল বের করাই যুক্তিবিদ্যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুত যে বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলে সঠিকভাবে যুক্তি প্রদান করা যায় এবং অযথার্থ যুক্তি পরিহার করা যায় তাকে যুক্তিবিদ্যা বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. Logic শব্দটি কোন্ শব্দ থেকে এসেছে ?
   (ক) ফরাসী (খ) জার্মান
   (গ) ল্যাটিন (ঘ) গ্রীক

২. যুক্তিবিদ্যা হলো:
   (ক) ধারণা সম্পর্কিত বিজ্ঞান (খ) আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান
   (গ) ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (ঘ) জ্ঞান সম্পর্কিত বিজ্ঞান

৩. Logic শব্দের অর্থ কী ?
   (ক) চিন্তা বা ভাষা (খ) বিজ্ঞান
   (গ) অনুমান (ঘ) যুক্তি

পাঠ ২

যুক্তিবিদ্যার পরিধি বা বিষয়বস্তু (Scope or Subject matter of Logic)

১.২.১: ইংরেজী Scope শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বা পরিভাষা হলো পরিসর। এ পরিসরের সমার্থক শব্দ হিসাবে পরিধি, বিষয়বস্তু বা বিষয়ও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যুক্তিবিদ্যার পরিধি বা পরিসর বলতেও যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়কে বুঝায়।

আমরা জানি, মানব জ্ঞানের প্রতিটি শাখার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র বা পরিধি আছে। এই বিশেষ ক্ষেত্র বা পরিধির মধ্যে বিশেষ জ্ঞানের শাখাটি তার নিজস্ব আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখে। সে কারণেই বলা যায় যে, বিশেষ জ্ঞানের শাখা হিসাবে যুক্তিবিদ্যারও আলোচ্য বিষয়বস্ত আছে। নিম্নে যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু আলোচনা করা হলো।

যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, যুক্তিবিদ্যা হলো এমন বিষয় যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে সঠিক ভাবে যুক্তি প্রদান ও অযথার্থ যুক্তি পরিহার করা সম্ভব। অর্থাৎ সুসংহত ও সুসংবদ্ধ চিন্তা যখন ভাষায় প্রকাশ পায় তখন তাকে বলে যুক্তি। চিন্তাই যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। যুক্তিবিদ্যা প্রধানত: চিন্তার বিজ্ঞান। কিন্তু ভাষা ব্যতীত চিন্তা সম্ভভ নয়। কেননা আমরা ভাষা ব্যবহার করি আমাদের চিন্তা, অনুভূতি, কামনা, বাসনাকে অবহিত করার জন্য। আর আমরা জানি যে, যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। ভাষা ছাড়া চিন্তা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ হিসাবে ভাষা যুক্তিবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সে কারণেই ভাষার সঠিক ব্যবহারের জন্য ভাষা সম্পর্কিত আলোচনাও যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভূক্ত।

যুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো চিন্তা । চিন্তার আধার হলো কোন-না কোন বিষয় বা বস্তু। যুক্তিবিদ যোসেফ বলেন, চিন্তার বিষয়কে অবয়ব বা আকার থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বরং চিন্তার অবয়ব বা আকার ও বিষয়বস্তু পরস্পর সম্পর্কিত। তাই যুক্তিবিদ্যা কেবল চিন্তার আকার নয়, বরং চিন্তার বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আলোচনা করে। অপর পক্ষে যথার্থ চিন্তা পরিচালিত হয় কতকগুলো মৌলিক নিয়মের ভিত্তিতে। তাই চিন্তার মৌলিক সূত্র সমূহ সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে।

অনুমান যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় যুক্তি। এক বা একাধিক বাক্যের সমন্বয়ে এ অনুমানকে ভাষায় প্রকাশ করা হয়। তাহলে বলতে পারি যে, এক বা একাধিক যুক্তি বাক্যের ভিত্তিতে কোন নতুন বাক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হলো যুক্তি। আবার এ যুক্তির ক্ষেত্রে, যে সব বাক্যের ভিত্তিতে কোন নতুন বাক্যে প্রতিষ্ঠা করা হয় সে সব বাক্যকে বলে হেতু বাক্য। আর হেতু বাক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন বাক্যকে বলে সিদ্ধান্ত।

যুক্তির অবয়ব বা কাঠামো হিসাবে যেসব বাক্য ব্যবহার করা হয়, সেসব বাক্যকে বলে যুক্তি বাক্য। কারণ যেকোন বাক্যে যুক্তির অবয়ব বা কাঠামো ব্যবহার করা যায়না। কেবল যেসব বাক্যে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়, সেসব বাক্য যুক্তি বাক্য হিসাবে বিবেচিত হয়। একারণেই যুক্তিবিদ্যায় যুক্তি বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অনুমানই হলো যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু একটি অনুমানকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কয়েকটি যৌক্তিক বাক্য (Proposition)। আবার একটি যৌক্তিক বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় দুটি পদ

(Term)। তাই যুক্তিবিদ্যায় অনুমান সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে 'বাক্য' এবং 'পদ' সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়।

অপরপক্ষে যুক্তিবাক্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং তা অবিন্যস্ত থাকতে পারে। তাই যুক্তিবাক্যের শ্রেণীবিভাগ, বাক্যকে যথার্থ যুক্তিবাক্যে রূপান্তর ইত্যাদি প্রক্রিয়াও যুক্তিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়।

আমরা জানি যে, যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো অনুমান বা যুক্তি। এ অনুমানের দুটি দিক আছে। একটি অবরোহ অনুমান এবং অপরটি আরোহ অনুমান। যুক্তি যেমন বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে কোন ব্যাপকতর সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পরে। বর্তমান প্রতিষ্ঠিত সত্যের ভিত্তিতে যখন এর অধীনস্ত কোন বিষয় ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা হয় তখন তাকে অবরোহ মূলক যুক্তি বলা হয়। অপর পক্ষে যে যুক্তি বা অনুমান প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে নতুন কোন তথ্য, ব্যাপকতর কোন তথ্য বা কোন সার্বিক সত্য প্রকাশ করা হয় তাকে আরোহমূলক যুক্তি বলে। তাই যুক্তিবিদ্যা অবরোহ ও আরোহ যুক্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

সাধারণত: অবরোহ যুক্তিবিদ্যায় সংশ্লিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তির আশ্রয় বাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত সত্য হয়। তাই অবরোহমূলক যুক্তি আকারগত সত্যতা প্রক্রিয়াগত বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে। সে কারণেই অবরোহ যুক্তির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় যুক্তির বৈধতা। এক্ষেত্রে যুক্তি যদি সংশ্লিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয়। অপরপক্ষে যদি সংশ্লিষ্ট কোন নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় তাহলে তাকে অবৈধ বলে বিবেচিত করা হয়। অতত্রব, আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুক্তিবিদ্যা যুক্তির বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে।

যুক্তিবিদ্যা যেহেতু একটি বিজ্ঞান সেহেতু অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই যুক্তিবিদ্যা কতগুলো মৌলিকসূত্র বা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম প্রমাণ ছাড়াই সত্যবলে গ্রহণ করে। যেমন: অভেদনিয়ম (Law of Identity), বিরোধ নিয়ম (Law of Contradiction), প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নিয়ম (Law of the Uniformity of Nature), কার্যকারণ নীতি (Law of Causation) ইত্যাদি। স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলো যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

সাধারণভাবে আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত কতিপয় দৃষ্টান্তের বা কোন বিষয়ের কতিপয় বৈশিষ্ট্যের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা সার্বিক (Universal) বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসবক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয় প্রত্যক্ষণের ভিত্তিতে। এ প্রত্যক্ষণ যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পন্ন হতে পারে, তেমনি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেও সম্পন্ন হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পন্ন প্রত্যক্ষণকে বলে নিরীক্ষণ (Observation) আর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সম্পন্ন প্রত্যক্ষণকে পরীক্ষণ (Experiment) বলে। এ কারণে যুক্তিবিদ্যায় নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কোন ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য। আবার কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হলেও যেসব ক্ষেত্রে কার্য কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। সেসব ক্ষেত্রে আনুমানিক ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হয়। এ ধরনের আনুমানিক ধারণাকে প্রকল্প বলে। এ কারণে যুক্তিবিদ্যায় প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। আরোহের ক্ষেত্রে যেসব দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ প্রয়োগ করা হয় সে দৃষ্টান্ত সমূহ সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় না। দৃষ্টান্ত সমূহ যেমন সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে তেমনি বৈসাদৃশ্যপূর্ণও হতে পারে। দৃষ্টান্ত সমূহের সাথে বিদ্যমান সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে তাদেরকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়। এ কারণে শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়া নিয়েও যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে। প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যেসব ঘটনা ঘটে এগুলো অনেক সময়েই দুর্বোধ্য বলে মনে হয়।

এসব ঘটনাকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রক্রিয়া হলো ব্যাখ্যাকরণ। তাই ব্যাখ্যাকরণ সম্পর্কিত আলোচনা যুক্তিবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তিবিদ্যা সঠিক যুক্তিপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। বস্তুত: চিন্তার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান আহরণ করি। জ্ঞান দু'প্রকার-প্রত্যক্ষজ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞান। যেহেতু যুক্তিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো অনুমান আর এ অনুমান হলো পরোক্ষজ্ঞানের উৎস সেহেতু যুক্তিবিদ্যা পরোক্ষজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। আবার পরোক্ষজ্ঞান বোঝার জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যুক্তিবিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য হলো সত্যের সন্ধান ও সত্য প্রতিষ্ঠা। এ সত্যের আবার দু'টি দিক আছে। আকারগত সত্যতা (Formal Truth) এবং বস্তুগত সত্যতা (MaterialTruth)। কাজেই সত্যের আকারগত ও বস্তুগত উভয় দিকই যুক্তিবিদ্যার আলোচনার আওতাভুক্ত।

অনুমান যাতে সঠিক হয় সেজন্য যুক্তিবিদ্যায় কতকগুলো নিয়ম অনুসরণ করা হয়। সঠিক চিন্তার সেই নিয়মগুলো যথাযথভাবে পালন বা অনুসরণ না করলে আমাদের যুক্তি বা অনুমানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দোষত্রুটি বা অনুপপত্তির উদ্ভব ঘটে। এই অনুপপত্তি অবরোহ যুক্তিবিদ্যায় স্থান পেয়েছে। কাজেই চিন্তার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি পরিহারের জন্য সতর্কতা হিসাবে ঐসব অনুপপত্তিগুলোকেও যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত বলে ধরা হয়। অন্যদিকে যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কেও ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই যুক্তিবিদ্যায় জ্ঞানের প্রকৃতি, প্রকারভেদ, কলার প্রকৃতি, বিজ্ঞানের প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। যুক্তিবিদ জনসন বলেছেন, যুক্তিবিদ্যার পরিসর একদিকে বিজ্ঞানের আর অন্যদিকে দর্শনের পরিধির মধ্যে বিস্তৃত।

পরিশেষে বলা যায়, যুক্তিবিদ্যার পরিসর অতি ব্যাপক। ডান্স স্কোটাস (Duns Scotus) যুক্তিবিদ্যাকে বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যাসমূহের কলাবিদ্যা বলেছেন। বস্তুত: সব বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় যুক্তিবিদ্যার পরিধি বিস্তৃত। জ্ঞান বিজ্ঞানের যেকোন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিককে যৌক্তিকভাবে পরিচালনার জন্য যুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করা অপরিহার্য। তাই জ্ঞানবিজ্ঞানের যেকোন শাখা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

সার সংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা । আর এর জন্য যে বিষয়গুলো অনিবার্যভাবে এর আলোচনার আওতায় পড়ে তা হলো- চিন্তার মৌলিকসূত্র, যৌক্তিক বাক্য ও তার শ্রেণী বিভাগ, পদের সংজ্ঞা প্রদান, ব্যাপকতা নির্ধারণ, যৌক্তিক বিভাগ অনুমানের প্রক্রিয়া হিসাবে অবরোহ ও আরোহ অনুমান, নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রকল্প,ব্যাখ্যাকরণ, আকারগত ও বস্তুগত সত্যতা এবং সর্বোপরি যুক্তির বৈধতা বিচার প্রণালী। বস্তুত জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোন শাখা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. "যুক্তিবিদ্যা হলো বিজ্ঞান সমূহের বিজ্ঞান ও কলা সমূহের কলা বিদ্যা" এ উক্তিটি কার?

ক. যোসেফ খ. ডান্স স্কোটাস

গ. জেভন্স ঘ. মিল

২. যুক্তিবিদ্যা কোন ধরনের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করে?

ক. আকারগত খ. বস্তুগত

গ. আকারগত ও বস্তুগত ঘ. কোনটাই নয়

৩. যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের কোন বিষয়ে সাহায্য করে ?

ক. তর্ক করতে সাহায্য করে খ. অযথার্থ যুক্তি প্রদানে সাহায্য করে।

গ. চিন্তা করতে সাহায্য করে ঘ. যথার্থভাবে যুক্তি প্রদান ও অযার্থযুক্তি পরিহার করতে সহায়তা করে।

পাঠ ৩

বিজ্ঞান ও কলা হিসাবে যুক্তিবিদ্যা

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি

- বিজ্ঞান ও কলা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান, না-কি কলা-বিজ্ঞান উভয়ই তা আলোচনা করতে পারবেন।

১.৩.১: যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান

যুক্তিবিদ্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, যুক্তিবিদ্যায় রয়েছে বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এবং তার সাথে রয়েছে কলাবিদ্যারও বৈশিষ্ট্য। আবার যুক্তিবিদগণের মাঝেও রয়েছে এ ব্যাপারে মতবিরোধ। সেজন্যই যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান, না কি উভয়ই এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের আলোচনা করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার বৈশিষ্ট্য কতটুকু বর্তমান তা নির্ধারণ করতে হলে আমাদের প্রথমেই বুঝে নিতে হবে, বিজ্ঞান ও কলা বলতে আমরা কি বুঝি।

বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা যায় যে, কোন সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে প্রকৃতির কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সুশৃঙ্খল ও নির্দিষ্ট রূপ। সুশৃঙ্খলভাবেও পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করে জানার জন্য মূল জ্ঞানকে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বিজ্ঞান এর একেকটি শাখা নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। যেমন- পদার্থবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি। পদার্থবিদ্যা বিভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এবং পরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করে। এসব সাধারণ নিয়মের সাহায্যে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। এভাবেই প্রত্যেক বিজ্ঞানই এসব সাধারণ নিয়মের সাহায্যে প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগের বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান দান করে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের কাজ হলো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। বিজ্ঞানের লক্ষ্য ব্যবহারিক, আংশিক জ্ঞান নয়- সত্যানুসন্ধী পূর্ণ জ্ঞান।

বিষয় বস্তুর ভিত্তিতে বিজ্ঞানকে আমরা দু'ধরনের দেখতে পাই। যেমন- বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান ও আকারনিষ্ঠ বিজ্ঞান। যে বিজ্ঞান বস্তু সত্তার শুধু প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করে তাকে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যেমন-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহ পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি । অপরপক্ষে, যে বিজ্ঞান বিষয়ের আকার নিয়ে আলোচনা করে তাকে আকারনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যেমন ঃ গণিত শাস্ত্র।

আলোচ্য নীতিভেদে বিজ্ঞানকে আবার দু'ভাগে করা যায়। যেমন- বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান ও আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive and Normative Science)

বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান ও আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান: যে বিজ্ঞান বস্তুর উৎপত্তি, স্বরূপ, বিকাশ এবং যথার্থ প্রকৃতির বর্ণনা দেয় তাকে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। যেমন- প্রাণীবিদ্যা। প্রাণীবিদ্যা প্রাণীর উৎপত্তি, প্রকৃতি, আচরণ, বিকাশ, ইত্যাদির যথাযথ ব্যাখ্যা ও বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে। অপরপক্ষে যে বিজ্ঞান কোন আদর্শকে মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করে কোন বিষয়ের মূল্য বিচার করে তাকে আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলে। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান কখনও কখনও বিষয়ের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা না করে বরং ঘটনাটি কি রকম হওয়া উচিত সেটাই থাকে এ বিজ্ঞানের মূল

উদ্দেশ্য। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের কাজ হলো আদর্শের আলোকে কোন কাজের মূল্যায়ন করা। যেমন- নীতিবিদ্যা (Ethics)। নীতিবিদ্যার আদর্শ হলো শ্রেয় বা ভাল (Good)। এই শাস্ত্র শ্রেয় প্রকৃতি কী তা নির্ণয় করে এবং সেটার আলোকে মানুষের আচরণের মূল্য বিচার করে। যুক্তিবিদ্যাও একটি আদর্শ মূলক বিজ্ঞান। এর আদর্শ হলো সত্যতা। এটা সত্যের প্রকৃতি এবং কিভাবে চিন্তা বা অনুমান করলে সত্যে পৌঁছান যায় তা আলোচনা করে।

বস্তুত: বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তাত্ত্বিক (Theoretical) বা সম্পূর্ণররূপে ব্যবহারিক নয়। বাস্তব কার্যক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মগুলো প্রয়োগ করার জন্য তেমন কোন উদ্যোগ নেই। বিজ্ঞান আমাদের জানার পথে তত্ত্বগত উপাদান সরবরাহ করে জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে। আর যে বিজ্ঞান আমাদের এমন কতকগুলো নিয়ম নির্দেশ করে যে নিয়ম আমাদের জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে তাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলে। যেমন- চিকিৎসা বিজ্ঞান। ব্যবহারিক বিজ্ঞান মূলত: আমাদেরকে কোন প্রণালীতে কাজ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে। আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান আমাদের কোন আদর্শের সন্ধ্যান দেয়। কিন্তু বিজ্ঞানের জ্ঞান কোন আদর্শ কিভাবে বাস্তব কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে কোন নীতি প্রণয়ন করে না। আর এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কাজ হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা আদর্শকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের নীতিমালা নির্ণয় করা।

শিল্প বা কলার প্রকৃতি (Nature of Arts): শিল্প বা কলার লক্ষ্য হলো কার্যে নৈপুণ্য উৎপাদন। সৃজন কার্যে নৈপুণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এ পদ্ধতি বা নিয়মও কলার অন্তর্গত।

কলা বিদ্যা হচ্ছে এমন একটি বিদ্যা যা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে ব্যবহার বা প্রয়োগ করার বা কাজে লাগানোর রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। যেমন- নৌবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা। নৌবিদ্যা আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে নৌযান পরিচালনা করতে হয়। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেয় কিভাবে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ সারাতে হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমে কলাবিদ্যা বলতে বুঝায় কার্য সম্পাদনের কৌশল। দ্বিতীয়ত: কলাবিদ্যা বলতে বুঝায় দক্ষতা ও পারদর্শিতা। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে প্রয়োগিক কৌশলতাই হলো কলাবিদ্যা। কলার মূলকথা হলো সৃজন, বর্তমান অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন। সৃজন কার্যে নৈপুণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এ পদ্ধতি বা নিয়মও কলার অন্তর্গত।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ও কলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- বিজ্ঞান কোন জ্ঞান অর্জন করতে বা জানতে শেখায়। অপরপক্ষে কলা শেখায় সে জ্ঞানকে কাজে লাগাতে বা প্রয়োগ করতে । বিজ্ঞান চায় প্রকৃতিকে বুঝতে তাই জ্ঞানার্জনই এর লক্ষ্য। এর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত: তাত্ত্বিক। কলার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান অর্জনই নয় জ্ঞানের প্রয়োগে প্রকৃতিকে রূপান্তিত করা। অর্থাৎ এর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারিক। বিজ্ঞানী জ্ঞাতা (Knower) শিল্পী বা কলাবিদ স্রষ্টা (Maker)। বিজ্ঞানের ভাষা হলো-এটা এরকম বা এটা এরকম নয়। কলাবিদ্যার ভাষা হলো-এটা এরকম করো, বা এটা এরকম করোনা।

১.৩.২: বিজ্ঞান ও কলা হিসাবে যুক্তিবিদ্যা

যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান না কলা, না উভয়ই এ প্রশ্ন নিয়ে যুক্তিবিদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন যুক্তিবিদ যেমন, টমসন (Thomson) ও ম্যানসেন (Mansen) মনে করেন যে, যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান। তাঁদের মতে চিন্তা সম্পর্কিত কতগুলো নীতি ও নিয়মের নির্দেশ দেয়াই হল যুক্তিবিদ্যার কাজ। তাই যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান। তাত্ত্বিক দিকের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়ে যুক্তিবিদ্যাকে তাঁরা একটি খাঁটি বিজ্ঞান বলেছেন। কিন্তু আলড্রিচ (Aldrich) বলেন যুক্তিবিদ্যা কলা, বিজ্ঞান নয়। তিনি ব্যবহারিক গুরুত্বের উপর বেশী জোর দিয়ে যুক্তিবিদ্যাকে কেবল কলা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন যুক্তিবিদ যেমন মিল (Mill) ও হোয়েটলি (Whateley) আবার যুক্তিবিদ্যাকে উভয়ই বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যুক্তিবিদ্যা একটি বিজ্ঞান কারণ এটি নির্ভুল চিন্তার নিয়মাবলী নির্দেশ করে এবং শুদ্ধ চিন্তা কাকে বলে সেটি জানায়। আর সেই সাথে এটি একটি কলাবিদ্যাও, কারণ যুক্তিবিদ্যা শুধুমাত্র চিন্তা বা যুক্তির সাধারণ নিয়মাবলী নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়না, সাথে সাথে চিন্তা বা যুক্তিকে সঠিকভাবে প্রয়োগের কলা কৌশলের জ্ঞানও দান করে। তাই যুক্তিবিদ্যায় যেমন রয়েছে তাত্ত্বিক দিক তেমনি রয়েছে এর ব্যবহারিক বা প্রয়োগিক দিক। অতএব, যুক্তিবিদ্যাকে বিজ্ঞান ও কলা উভয় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

অধিকাংশ যুক্তিবিদ যুক্তিবিদ্যাকে কলা ও বিজ্ঞান উভয় বলে মনে করেন। তাদের মতে যুক্তিবিদ্যা যেহেতু যথার্থ চিন্তার নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞান দেয় সেজন্য এটা বিজ্ঞান। অপরপক্ষে যুক্তিবিদ্যা কিভাবে যুক্তি বা অনুমান করলে সত্য পাওয়া সম্ভব বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকেনা সে উপায় শিক্ষা দেয় বলে এটা কলা। অপরপক্ষে যুক্তিবিদ্যাকে ফলিত বিজ্ঞান (Practical science) বলা হয়। কারণ যুক্তিবিদ্যায় যে সকল নিয়মকানুন শিক্ষা দেয়া হয় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সত্য অন্বেষণের কাজে লাগানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য, যুক্তিবিদ যোসেফ যুক্তিবিদ্যাকে প্রথমে বিজ্ঞান বলে অবিহিত করেন এবং পরে আবার যুক্তিবিদ্যাকে কলাবিদ্যা হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কাজেই অধিকাংশ যুক্তিবিদের সাথে একাত্ব হয়ে যুক্তিবিদ মিল ও হোয়েটলির মতটিকে মেনে নিয়ে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা উভয়ই। উপরন্তু, উল্লিখিত উভয়বিধ কারণে যুক্তিবিদ্যাকে 'ব্যবহারিক বিজ্ঞান' বা প্রয়োগিক বিজ্ঞান' অথবা 'ফলিত বিজ্ঞান' বলেও আখ্যায়িত করা চলে।

যুক্তিবিদ ডান্স স্কোটাস (Duns Scotus) যুক্তিবিদ্যাকে "বিজ্ঞানের বিজ্ঞান"(Science of Sciences) এবং "বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান" (Best of all Sciences) বলেছেন। আবার যুক্তিবিদ্যাকে কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা (Art of Arts) বলেছেন। যুক্তিবিদ্যা বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান, কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে যুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। যথার্থ চিন্তা পদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে কোন বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয় না। অতএব বিজ্ঞান মাত্রই যথার্থ চিন্তা পদ্ধতি অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা অনুমোদিত হতে বাধ্য। সে জন্য যুক্তিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়। যুক্তিবিদ্যাকে কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা বলা হয়, কারণ প্রত্যেক কলা বা শিল্পের পক্ষে যথার্থ চিন্তা পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। যদিও বিভিন্ন কলা বিভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চায়, তবুও যথার্থ চিন্তা পদ্ধতি জানা না থাকলে এ সকল উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না। অতএব সকল রকম কলাকে যথার্থ চিন্তা পদ্ধতির জন্য যুক্তিবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়। সেজন্য যুক্তিবিদ্যাকে কলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কলা বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

বিজ্ঞান বলতে বুঝায়, কোন নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে প্রকৃতির কোন একটি বিষয়কে সুশৃঙ্খলভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে জানা। জ্ঞান অর্জনই হলো বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। কলাবিদ্যা হলো কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগানো। কলার কাজ হলো কাজে নৈপুণ্য আনা। যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান এ নিয়ে মতবিরোধ থাক্‌লেও অধিকাংশ যুক্তিবিদ মনে করেন, যুক্তিবিদ্যা কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই। কারণ যুক্তিবিদ্যা যেহেতু যথার্থ চিন্তা পদ্ধতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় সেহেতু এটি বিজ্ঞান এবং সাথে সাথে সেই চিন্তা বা যুক্তিকে সঠিক ভাবে প্রয়োগের কলা কৌশলের জ্ঞান দেয় বলে তা কলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিজ্ঞানের প্রকৃতি কী ?

ক. তাত্ত্বিক খ. ব্যবহারিক গ. উভয়ই ঘ. কোনোটাই নয়

২. কলার প্রকৃতি হলো

ক. ব্যবহারিক খ. তাত্ত্বিক গ. নৈপুণ্য ঘ. আধ্যাত্মিক

৩. যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান

ক. কলা খ. বিজ্ঞান গ. কলা ও বিজ্ঞান উভয়েই

৪. যুক্তিবিদ্যা কোন ধরনের বিজ্ঞান

ক. আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান খ. আকারনিষ্ঠ বিজ্ঞান গ. বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান ঘ. আদর্শনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান

পাঠ ৪

যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য: এ পাঠের শেষে আপনি

- যুক্তিবিদ্যা পাঠের বিরুদ্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারনা জানতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৪.১: যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা

যুক্তিবিদ্যা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যতম প্রাচীন বিষয়। তথাপি অনেকেই এর গুরুত্ব অস্বীকার করতে গিয়ে যে সব বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেগুলো মূলত দুই ধরনের। তাদের কারও কারও মতে, যুক্তিবিদ্যা পাঠ না করেও মানুষ যথার্থভাবে যুক্তি প্রয়োগ করতে পারে। অন্য দিকে কেউ কেউ মনে করেন, যুক্তিবিদ্যা পাঠ করেও মানুষ সব সময় যথার্থভাবে যুক্তি প্রয়োগ করতে পারেনা। যুক্তিবিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে এ দুটি অভিযোগ আলোচনা করা যায়।

যুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কখনও কখনও সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয় যে, যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে চিন্তাকরতে শিক্ষা দেয় না। এমন কি বিশুদ্ধভাবে চিন্তা করতে হলেও যুক্তিবিদ্যার কোন প্রয়োজন হয় না। চিন্তা করা মানুষের মৌলিক বৃত্তি। যুক্তিবিদ্যা পাঠ না করেও লোকে নির্ভুল যুক্তি সঙ্গত চিন্তাকরতে পারে। আবার যুক্তিবিদ্যা পাঠ করেও অনেকে চিন্তায় ভুল ও অবৈধ যুক্তি প্রয়োগ করে। আবার যুক্তিবিদ্যা পাঠ করেও অনেকে শুদ্ধভাবে যুক্তি তর্ক করতে পারেনা এ কথা সত্য। তাছাড়া কি ভাবে চিন্তা করতে হয় তা শিক্ষা দেওয়াও যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য নয়। যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য হলো কিভাবে বিশুদ্ধ চিন্তা করতে হয় তাই শিক্ষা দেওয়া। চিন্তা করার সময় ভুল করার যে সম্ভাবনা থাকে, কিভাবে সেই সম্ভাবনা এড়ানো যেতে পারে, অথবা অন্য চিন্তাকরার সময় যদি কোন ভুল করে সেই ভুল কিভাবে ধরা যেতে পারে, যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে তাই শিক্ষা দেয়।

অনেকে মনে করেন, বিশুদ্ধ ভাবে চিন্তা করতে হলে যুক্তিবিদ্যার কোন প্রয়োজন হয়না, এ কথা সত্য নয়। যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ চিন্তার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। অনেক সময় অচেতন ভাবেই আমরা এই নিয়মগুলো মেনে চলি। কিন্তু যখনই ভুল হয় তখনই আমরা অসুবিধায় পড়ি। তখন যুক্তিবিদ্যা ছাড়া অন্য উপায় থাকেনা। একমাত্র যুক্তিবিদ্যাই বলে দিতে পারে, ভুল কোথায় এবং কি কারণে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যুক্তিবিদ্যার বিরদ্ধে উপস্থাপিত এ অভিযোগও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই নিশ্চিতভাবে বলা চলে, যুক্তিবিদ্যা কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং জ্ঞান বিজ্ঞানের এক অপরিহার্য শাখা। যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হলেও সঠিক ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণের জন্য চিন্তা বা যুক্তি অপরিহার্য। যুক্তিবিদ্যা আমাদের চিন্তাকে যুক্তিসঙ্গত করতে শিক্ষা দেয়। যুক্তিবিদ্যা পাঠ করলে আমরা বৈধ যুক্তি থেকে অবৈধ যুক্তিকে পৃথক করতে পারি। বিশুদ্ধভাবে চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন আমরা যুক্তিবিদ্যার সাহায্যেই পাই।

এসব নিয়ম-কানুন মেনে চললে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকেনা- চিন্তার যথার্থতা সুনিশ্চিত হয়। দৈবাৎ ভুল হলেও কোথায় ভুল হয়েছে এবং কেন হয়েছে তা ধরতে পারা যায়।

আমাদের চিন্তা পদ্ধতিকে সংযত ও সুসংহত রাখার জন্য যে সব উপায় আছে তার মধ্যে যুক্তিবিদ্যার অগ্রণী ভূমিকা আছে। যুক্তিবিদ্যা আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সজীব ও সক্রিয় রাখে এবং আরও দক্ষ ও উন্নত করে তোলে। যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে উন্নত করা যায়।

যুক্তিবিদ্যা পাঠ করলে বিজ্ঞান অধ্যয়ন সহজ হয়। বিশুদ্ধ চিন্তা পদ্ধতি সম্পর্কে যে সব সাধারণ নিয়ম যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে সেই নিয়মগুলো প্রত্যেক বিজ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য। সংজ্ঞাকরণ, নামকরণ, শ্রেণীকরণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আমরা যুক্তিবিদ্যায় শিখতে পারি। আমরা সাধারণত আবেগ ও উদ্দীপনার দ্বারাই অধিক প্রভাবান্বিত হই। যুক্তিবিদ্যা পাঠ আমাদের এই সহজাত আবেগ উদ্দীপনাকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ স্বভাবতই নিজের মতের বৈধতা বুঝিয়ে অন্যকে নিজের মতানুসারে প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করে। তাই যুক্তিবিদ্যা পাঠে অন্যকে নিজের মতে প্রভাবান্বিত করার কাজ সহজ হয়।

সুনির্দিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই ঃ

প্রথমত: যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে শুদ্ধভাবে চিন্তা করতে শিক্ষা দিয়ে আমাদের যুক্তিকে যথার্থ শুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ করে এবং সঠিক ভাবে যুক্তি প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন সরবরাহ করে। এ সমস্ত নিয়মের সাহায্যে আমরা বৈধ যুক্তি থেকে অবৈধ যুক্তিকে আলাদা করতে পারি। ফলে এ সমস্ত নিয়ম মেনে চললে ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা কমে যায় এবং দৈবাৎ কোন ভুল হলেও কি ভুল হয়েছে এবং কেন হয়েছে তা নির্ণয় করা যায়।

দ্বিতীয়ত: যুক্তিবিদ্যা পাঠ এক প্রকার মানসিক ব্যায়াম। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যেমন শারীরিক ব্যায়াম বা শরীর চর্চার প্রয়োজন আছে, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের চিন্তা যুক্তিকে সজীব সক্রিয় এবং উন্নত রাখার জন্য যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তৃতীয়তঃ যুক্তিবিদ্যা অন্যান্য বিজ্ঞানের সহায়ক। যুক্তিবিদ্যাকে বলা হয় সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান এবং সকল কলাবিদ্যার সেরা কলাবিদ্যা। কারণ যুক্তিবিদ্যা যে কেবল আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সত্যতা লাভে সহায়তা করে তা নয়, বিভিন্ন বিজ্ঞান যাতে সঠিক, নির্ভুল ও সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করতে পারে, সে জন্য যথার্থ চিন্তা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় কতকগুলো সাধারণ নিয়মের নির্দেশ প্রদান করে তাদের সাহায্য করে। একই ভাবে বিভিন্ন কলাবিদ্যাও নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করে থাকে।

চতুর্থত: যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের স্বভাবজাত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করে। মানুষ স্বাভাবতই আবেগপ্রবণ প্রাণী, সাধারণত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা আবেগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হই। যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা আমাদের এই সহজাত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদেরকে সংযত করে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

পঞ্চমত: যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের মনকে কুসংস্কার ও নির্বিচার বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে, যার ফলে আমরা সকল কিছুকে নিরপেক্ষ ও সংস্কার মুক্ত মন দিয়ে বিচার বা মূল্যায়ণ করার ক্ষমতা লাভ করি। এ সংস্কারমুক্ত ও নিরপেক্ষ মনের সাহায্যেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সঠিক পথে নিজেকে পরিচালিত করা যায়।

ষষ্ঠত: যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান অন্যকে নিজের মতে প্রভাবিত করতে সাহায্য করে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের একটি প্রবণতা হচ্ছে নিজের মতের দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে অন্যকে নিজের মতাবলম্বী করে তোলা। যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান এ কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

সপ্তমত: যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান নিজের ভুল বুঝতে এবং অপরের ভুল ধরিয়ে দিতে সাহায্যে করে। যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান যেমনি ভাবে আমাদেরকে নিজের কর্ম ও ভুল নির্ণয় করতে সহায়তা করে, তেমনি ভাবে অন্যকেও তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।

অষ্টমত: যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদেরকে নিয়ম নীতির প্রতি অনুরাগী করে তোলে। কারণ যৌক্তিক জ্ঞান আমাদের সঠিক চিন্তা কি, কোনটি যথার্থ আর কোন্‌টি অযথার্থ তা শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ জ্ঞান আমাদের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে ন্যায়নিষ্ঠ হতে সহায়তা প্রদান করে।

নবমত: যুক্তিবিদ্যার যথার্থ অনুশীলন আমাদের জ্ঞানের যথার্থ প্রকৃতি ছাড়াও জ্ঞান ও সাধারণ বিশ্বাসের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে সহায়তা করে। ফলে আমরা জ্ঞানের যথার্থতা বা বৈধতা বিচার করতে সক্ষম হই।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবি, এমন কি সাধারণ মানুষ সকলের জন্য যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ

সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপনের জন্য চিন্তা বা যুক্তি অপরিহার্য। যুক্তিবিদ্যার উদ্দেশ্য হলো, কিভাবে বিশুদ্ধ চিন্তা করতে হয় তাই শিক্ষা দেয়া। যুক্তিবিদ্যা আমাদের চিন্তাকে যুক্তিসঙ্গত করতে শিক্ষা দেয় এবং তার সাহায্যে অবৈধ যুক্তি থেকে বৈধ যুক্তিকে পৃথক করতে শেখায়। বিশুদ্ধ চিন্তা করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে জেনে থাকি। যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান আমাদের মনকে কুসংস্কার ও নির্বিচার বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে। যার ফলে আমরা সকল কিছুকে নিরপেক্ষ ও সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে বিচার বা মূল্যায়ন করার ক্ষমতা লাভ করি। পরিশেষে বলতে পারি যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান যেমনিভাবে আমাদেরকে নিজের কর্ম ও ভুল নির্ণয় করতে সহায়তা করে তেমনিভাবে অন্যকেও তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম বিষয় হিসাবে যুক্তিবিদ্যা পাঠ অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যুক্তিবিদ্যা আমাদের সঠিক চিন্তা করতে সাহায্য করে না।

ক. সত্য খ. মিথ্যা

গ. সত্য-মিথ্যা উভয়েই ঘ. কোনটাই নয়।

২. যুক্তিবিদ্যা পাঠ করে যা জান্‌তে পারি

ক. বৈধ ও অবৈধ যুক্তির পার্থক্য করতে পারি।

খ. বৈধ ও অবৈধ যুক্তির সত্যতা প্রমাণ করতে পারিনা।

গ. যুক্তিবিদ্যা অবৈধ যুক্তিকে সত্যবলে প্রমাণ করার যুক্তি শিক্ষা দেয়।

ঘ. যুক্তিবিদ্যা আমাদের তর্ক করতে সাহায্য করে।

৩. শুদ্ধভাবে চিন্তা করতে যুক্তিবিদ্যা পাঠ আমাদের প্রয়োজন।

ক. সত্য খ. মিথ্যা

গ. আংশিক সত্য ঘ. আংশিক মিথ্যা

পাঠ ৫

যুক্তিবিদ্যার সাথে দর্শন, মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার সম্পর্ক

উদ্দেশ্য: এ পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবিদ্যার সাথে দর্শনের সম্পর্কে কী তা আলোচনা করতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যার সাথে মনোবিদ্যার সম্পর্ক ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যুক্তিবিদ্যার সাথে নীতিবিদ্যার সম্পর্ক জানতে পারবেন।

১.৫.১: যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন

যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আমাদের দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। তারপর উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য, পার্থক্য ও পরস্পর নির্ভরশীলতা কতটুকুন তা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমরা ইতোপূর্বে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবুও যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের সম্পর্ক আলোচনা করতে গেলে যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।

যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে এমন একটা বিষয়, যা অনুমানের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য অনুমান ও তার সহায়ক কতকগুলো প্রক্রিয়া নিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে আলোচনা করে। এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অসত্যকে বর্জন করে সত্যকে অর্জন করা। এ উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদ্যা সঠিক যুক্তিপদ্ধতির কতকগুলো নিয়ম প্রণয়ন করে, যার সাহায্যে যুক্তির সত্যতা বা বৈধতা যাচাই করা হয়। যুক্তিবিদ্যায় প্রণীত এসব নিয়ম অনুসরণ ছাড়া জ্ঞানের কোন শাখাতেই সত্যতা বা বৈধতা যাচাই করা সম্ভব নয়। সত্যের আদর্শকে সামনে রেখে যুক্তিবিদ্যা যুক্তির মূল্য নিরূপণ করে বলে এটি একটি আদর্শমূলক বিজ্ঞান। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় বা পরিধি মূলত: যুক্তি বা অনুমানের বৈধতা, সত্যতা বা মিথ্যাত্ব যাচাই এর বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; যদিও এ বৈধতা বিচারকালে অনুমানের কিছু সহায়ক প্রক্রিয়াকেও এখানে আলোচনা করতে হয়।

'দর্শন' এর ইংরেজী Philosopy শব্দটি গ্রীক Philos এবং Sophia শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত; এদের অর্থ যথাক্রমে 'অনুরাগ' এবং 'জ্ঞান'। কাজেই উৎসের দিক থেকে দর্শন বা Philosopy অর্থ হলো 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ'। আসলে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবন সম্পর্কে একটা সুসংবদ্ধ ও যৌক্তিক জ্ঞান প্রদান করাই দর্শনের উদ্দেশ্য। তাই দর্শন সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড ও জীবন সম্পর্কে এই বিশ্বে মানুষের স্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্য একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। অতত্রব বিচার এবং সমালোচনাই হলো দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বস্তুত দর্শন আমাদের জীবনের অর্থ, স্বরূপ, পরিণতি ও মূল্য নির্ধারণ করে। এটা করতে গিয়ে দর্শন বস্তু জগতের তত্ত্ব ও অবভাস, অন্তরসত্ত্বা ও বাহ্যরূপ এবং স্বরূপ ও আপেক্ষিক রূপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা দিতে সচেষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে দর্শন জীবন ও জগতের সব ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং তার সমাধান দিতে চেষ্টা করে। দর্শনের এসব প্রয়াসের মধ্যে রয়েছে একটা সর্বমুখী স্বকীয়তা, তাৎপর্যময় প্রকৃতি এবং সত্যের প্রতি এক মহতী অনুরাগ। তবে খন্ড সত্য

দিয়ে দর্শনের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়না, আর তাই অখন্ড সত্য হিসাবে সে পরম সত্তাকে জানতে চায়। ফলে সব কিছুই অভিজ্ঞতার মানদন্ডে যাচাই করা দর্শনের পক্ষ সম্ভব হয় না। এ কারণে দর্শনের আলোচনা অভিজ্ঞতার পরিসর অতিক্রম করে এক বিমূর্ত বা ইন্দ্রিয়াতীত জগতে প্রবেশ করে তার জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে চায়। সুতরাং সহজ কথায় বলা যায়, দর্শন হল মানুষের এমন এক জ্ঞানগর্ভ অনুপম উপলব্ধি যা সর্বমুখী সত্যকে সামগ্রীক ভাবে জানতে চায় এবং অন্য সবাইকে সেই সত্য জানাতে চেষ্টা করে।

দর্শনের আলোচনার পরিধি বা পরিসর অনেক ব্যাপক। কারণ জীবন ও জগতের এমন কোন দিক নেই, যা নিয়ে দর্শন আলোচনা করেনা। যে কারণে দর্শনের সহজ সংজ্ঞায় বলা হয়, দর্শন হল "জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা"। দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, যুক্তিবিদ্যার চেয়ে দর্শনের পরিধি অনেক ব্যাপক, এর আলোচ্যসূচী অনেক বিস্তৃত। কারণ দর্শনে জ্ঞানবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুই আলোচিত হয়ে থাকে। জগতের সব জ্ঞানের একটি সামগ্রিক রূপ দর্শনে পাওয়া যায়। যে কারণে বলা হয়,"সমগ্র বিশ্বজগতে এমন কোন বিষয় নেই, মানব অভিজ্ঞতার এমন কোন দিক নেই, যা দর্শনের আলোচনার আওতায় পড়ে না"। পক্ষান্তরে, যুক্তিবিদ্যা হল কেবল ভাষায় প্রকাশিত চিন্তার বিজ্ঞান, অনুমানের বৈধতা-অবৈধতা বিচারের বিজ্ঞান। ফলে যুক্তিবিদ্যার পরিধি দর্শন থেকে অনেক সংকীর্ণ। যুক্তিবিদ্যা যথার্থ জ্ঞানের শর্তাবলী আলোচনা কালে কখনও অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে যেতে পারেনা। এটি কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে অতিক্রম করে যেতে পারেনা। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শন ইন্দ্রিয়জগত অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় সত্তার জগতে পৌঁছাতে পারে। কারণ দর্শন জড়, প্রাণ, মন, স্রষ্টা, আত্মা ইত্যাদি সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করে থাকে।

তবে, দর্শনের ব্যাপক অর্থকে গ্রহণ করে যুক্তিবিদ্যাকে দর্শনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় বা যুক্তিবিদ্যাকে দর্শনের প্রধান অঙ্গ হিসাবে আখ্যায়িত করা গেলেও দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সত্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা দর্শনকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। আবার সাথে সাথে এটাও স্বীকার্য যে, দর্শন যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়ামাবলির (যেমন- কার্যকারণ নিয়ম, অভেদ নিয়ম, নির্মধ্যম নিয়ম ইত্যাদি) নিশ্চয়তা বিধান করে। কাজেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকলেও একথা বলা যাবেনা যে, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অভিন্ন। বরং লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দর্শন হল একটা সামগ্রিক বিষয়। আর যুক্তিবিদ্যা হলো এর একটা অংশ, একটা শাখা। তবে যুক্তিবিদ্যা দর্শনের একটা শাখা হলেও অপরিহার্য শাখা। আগুণ জ্বলার ক্ষেত্রে অক্সিজেন অপরিহার্য। কিন্তু একথা ভাবা যায় না যে, অক্সিজেন উপস্থিত থাকলেই আগুণ জ্বলবে। ঠিক তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন বিষয় দর্শনের মর্যাদা লাভ করে কেবল তখনই, যখন তা যৌক্তিক ভিত্তিসম্পন্ন হয়। অতএব দেখা যায়, একদিকে যুক্তিবিদ্যা যেমন দর্শনের একটা শাখা, তেমনি যুক্তিবিদ্যা আবার দর্শনের অপরিহার্য ভিত্তি।

পরিপূরকতা: প্রকৃতপক্ষে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা একে অন্যের পরিপূরক। কেননা দর্শন ছাড়া যেমন যৌক্তিক চিন্তার অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি যুক্তিবিদ্যার নিয়মাবলীর সহায়তা ছাড়া দার্শনিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। কারণ স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলোর উপর যুক্তিবিদ্যা যে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হয় তা দর্শনের জন্যই সম্ভব হয়ে থাকে। দর্শনই যুক্তিবিদ্যাকে এ ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে বলেই যুক্তিবিদ্যা সেগুলো নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারে। পক্ষান্তরে, দর্শনের অন্তর্ভূক্ত যে কোন সমস্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয় বলে সেগুলো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে

উঠে। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার এরূপ যৌক্তিক পথ প্রদর্শন দর্শনের জন্য এক অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিশেষে বলা যায় যে যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক।

১.৫.২: যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যা (Logic and Psychology):

যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যার প্রকৃতি আলোচনা করা আবশ্যক। তবে পূর্বেই যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রকৃতি আলোচনা করা প্রয়োজন। মনোবিদ্যা মানুষের আচরণ বা ব্যবহার সম্পর্কীয় একটি বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির ক্রিয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে মনোবিদ্যা মানবক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ ও তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানব আচরণ বা ব্যবহার সম্পর্কিত একটি বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। মনোবিদ্যা কোন আদর্শ বা মানদন্ডের প্রেক্ষিতে মানবক্রিয়ার বিচার বিবেচনা না করে কেবল মানবক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করে। মনোবিদ্যা মানবক্রিয়ার আলোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার ও পরীক্ষণ পদ্ধতির স্থান রয়েছে। মানব আচরণ সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা মানসিক প্রক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষামূলক আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। মনোবিদ্যা অন্যান্য বর্ণনামূলক বিজ্ঞানের মত একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বলে এর আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তাত্ত্বিক বা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক।

মনোবিদ্যা: ইংরেজী Psychology শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ মনোবিদ্যা। Psychology শব্দটি গ্রীক Psyche শব্দ এবং Logos থেকে উদ্ভূত। Psyche শব্দের অর্থ হল আত্মা বা মন আর Logos এর অর্থ হল বিজ্ঞান। অতএব, ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে মনোবিদ্যা হল আত্মা বা মন সম্পর্কিত বিজ্ঞান। তবে সমকালে মনোবিদ্যাকে আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু Morgan ও King এবং তাঁদের অনুসারী মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনোবিদ্যা হল মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। এর অর্থ হলো, মনোবিদ্যা মন সর্ম্পকিত কোন বিষয় নয়। বরং আচরণ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। মনোবিদ্যা কেবল মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিষয় নয়, বরং সব প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিষয়। মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো জীবন্ত প্রাণীর আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভ করা এবং এসব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করা।

মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য হল মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা এবং সে নিয়মাবলির ভিত্তিতে মানুষের আচরণকে ব্যাখ্যা করা। সে বিচারে মনোবিদ্যা একদিকে জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান, অন্যদিকে বিষয়নিষ্ঠ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান। মনোবিদ্যানকে জীব বিজ্ঞানের একটা শাখা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে মনোবিদ্যা যখন মানুষের সমাজ ও আচরণকে প্রভাবিত করে, এমন কোন সামাজিক উপাদান নিয়ে গবেষণা করে, তখন মনোবিদ্যাকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা যায়। সে বিচারে সামগ্রিকভাবে মনোবিদ্যাকে জৈব-সামাজিক বিজ্ঞান বলে চিহ্নিত করা যায়।

মনোবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায়, এদের মাঝে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কও রয়েছে। যুক্তিবিদ্যা সত্যতাকে আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করে চিন্তা প্রক্রিয়া যাতে যথার্থ হয়, সে জন্য অনুমান ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। তাই যুক্তিবিদ্যা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান। কিন্তু মনোবিদ্যা বর্ণনা দেয় চিন্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও বিকাশ সে বিচারে মনোবিদ্যা বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

যুক্তিবিদ্যা চিন্তন প্রক্রিয়ার ফলসমূহ বিশেষভাবে সার্বিক ধারণা, অবধারণ, অনুমান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু মনোবিদ্যা আলোচনা করে চিন্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অর্থাৎ চিন্তার

উৎস কোথায়, কিভাবে চিন্তার সৃষ্টি হয়, কিভাবে তা বিকশিত হয়, চিন্তার যথার্থ প্রকৃতি কী ইত্যাদি প্রক্রিয়া আলোচনা করে মনোবিদ্যা। মনোবিদ্যা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। আমরা কিভাবে অনুমান করি, কিভাবে আমাদের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ হয়, মনোবিদ্যা তা আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল যুক্তির আদর্শরূপ এবং এর বিভিন্ন সঙ্গত আকার প্রকার। যুক্তিবিদ্যা বর্ণনামূলক বিজ্ঞান নয়, এটা আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

মনোবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি বা আলোচনার পদ্ধতি ভিন্ন মনোবিদ্যা আলোচনা করে চিন্তার স্বাভাবিক ধারা বা প্রক্রিয়া। চিন্তার কিভাবে উন্মেষ ও বিকাশ হয়, মনোবিদ্যা সে সব আলোচনা করে। কিন্তু চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ কিভাবে হয়, সে সব যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো চিন্তার ফল। মনোবিদ্যা হল বর্ণনামূলক বিজ্ঞান। আর যুক্তিবিদ্যা হল একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান: মনোবিদ্যা যেহেতু চিন্তা প্রক্রিয়াগুলোর বাহ্যিক আচরণের বর্ণনা করে সেজন্য এটাকে বর্ণনামূলক বিজ্ঞান বলা হয়। অপর পক্ষে যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো যুক্তির আদর্শ রূপ ও এর বৈধ আকার-প্রকার। যুক্তিবিদ্যা সত্যের আদর্শকে সামনে রেখে বৈধ চিন্তার নিয়মাবলী নির্দেশ করে। এর ফলে আমাদের চিন্তা নির্ভুল ও সত্য হয়। এজন্য যুক্তিবিদ্যাকে একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হয়। মনোবিদ্যা হলো একটি তত্ত্বমূলক বিজ্ঞান। আর যুক্তিবিদ্যা হল একটি প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক বিজ্ঞান: মনোবিদ্যা এজন্য তত্ত্বমূলক বিজ্ঞান। এটি আচরণের সকল ক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। আর যুক্তিবিদ্যাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলার কারণ হল, এটি সঠিক চিন্তার নিয়মাবলি সরবরাহ করে কিভাবে চিন্তা করলে সত্য লাভ করা যায় এবং ভ্রান্তি বা ভুলকে পরিহার করা যায়, তা শিক্ষা দেয়। তাই যুক্তিবিদ্যাকে কেবল বিজ্ঞান নয়, ফলিত কলাও বলা হয়ে থাকে। যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে এতসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এরা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যুক্তিবিদ্যাকে বলা হয় 'বিজ্ঞানের বিজ্ঞান' কারণ যুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নীতি ও নিয়মসমূহ নির্ধারণ করে। একটি বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যাকেও এসব নিয়ম ও নীতির জন্য যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয়। এদিক থেকে মনোবিদ্যা যুক্তিবিদ্যার উপর নির্ভরশীল।

অপরপক্ষে যুক্তিবিদ্যাকেও মনোবিদ্যার উপর নির্ভর করতে হয়। মনোবিদ্যা চিন্তার স্বরূপ, প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। এগুলো না জানলে কিভাবে চিন্তা করা উচিত, যুক্তিবিদ্যা তা আলোচনা করতে পারেনা। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিবিদ্যার তত্ত্বগত দিকটা সরবরাহ করে মনোবিদ্যা। এদিক থেকে যুক্তিবিদ্যা মনোবিদ্যার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

১.৫.৩ যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার সম্পর্ক:

যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা করার পূর্বে যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা ইতিপূর্বে যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। ইংরেজী Ethics শব্দটি গ্রীক Ethos শব্দ থেকে উদ্ভুত। Ethos শব্দের অর্থ-'চরিত্র' 'আচার-ব্যবহার' 'রীতি-নীতি' বা 'অভ্যাস'। কাজেই শাব্দিক অর্থে নীতিবিদ্যা বলতে মানুষের 'আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান' বুঝায়। নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। অতএব, যে বিদ্যা মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, অভ্যাস, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে নীতিবিদ্যা বলে।

নীতিবিদ্যা হলো মানুষের আচরণের উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় বা ভালো মন্দ সম্পর্কিত আলোচনা। সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ বা ইচ্ছাকৃত ক্রিয়ার মূল্যবিচার করাই হলো এর মূল আলোচ্য বিষয়। নীতিবিজ্ঞান হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান যা মানুষের আচরণ যথোচিত কি অনুচিত ভাল কি মন্দ তা বিচার করে।

নীতিবিদ্যা ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রেক্ষিতে মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। যে সব নীতি বা সূত্রের মাধ্যমে একটা কাজকে করা নীতিবিদ্যার কাজ। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে, অর্থাৎ কোনো নিয়ম বা যুক্তির আনুষঙ্গিক বিষয়ের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনাকেই যুক্তিবিদ্যা বলে। যে সব নীতির মাধ্যমে ন্যায় বা ভাল কাজ সম্পাদিত হয় সেসব নীতির আবিষ্কার করা যেমন নীতিবিদ্যার কাজ তেমনি যেসব নীতির উপর বৈধ বা সঠিক চিন্তন সম্পাদিত হয়, সেসব নীতির আবিষ্কার করাও যুক্তিবিদ্যার কাজ। যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান বা শিক্ষা আমাদেরকে আমাদের নিজেদের ও অপরের চিন্তায় কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা সঠিক রূপে বুঝতে সক্ষম করে, যাতে আমাদের ইচ্ছা থাকলে, কিভাবে সেসব চিন্তাকে আমাদের নিজেদের চিন্তায় সঠিক করতে হবে এবং কিভাবে আমরা অন্যের কাছে ফলপ্রসূ ইঙ্গিত দিতে পারি তা আমরা জানতে পারি। অনুরূপভাবে নীতিবিদ্যার জ্ঞান বা শিক্ষা আমাদের নিজেদের ও অপরের আচরণে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা আমাদেরকে কিভাবে সঠিক করতে হয় এবং কিভাবে অপরের কাছে তা ফলপ্রসূ ইঙ্গিত দিতে পারে, তা আমরা আরও ভালভাবে জানতে সক্ষম হই।

যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং উভয়েই দর্শনের দুটি প্রধান শাখা। যুক্তিবিদ্যা বিশেষ কতকগুলো নিয়মের আদর্শ যুক্তির বৈধতা-অবৈধতা বা যথার্থতা -অযথার্থতা নির্ণয় করে থাকে। আর নীতিবিদ্যা ভালত্ব,মন্দত্ব, ঔচিত্য ও অনৈচিত্যের আদর্শে মানুষের আচরণের ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব বিচার করে থাকে। এদিক থেকে যুক্তিবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যা উভয়ই দুটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।

যুক্তিবিদ্যা যেমন বিভিন্ন যৌক্তিক নিয়মের আলোকে অনুমান তথা মানুষের চিন্তার বিচার করে যুক্তির সত্যতা বা বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নীতিবিদ্যাও তেমনি মানুষের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব, কল্যাণ-অকল্যাণের আলোকে সত্যকে খুঁজে পেতে চায়। এদিক থেকে যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা উভয়েরই মূল লক্ষ্য হল সত্য প্রতিষ্ঠা তথা সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা।

উভয় বিদ্যাই আমাদের সঠিক আচরণ করতে সহায়তা করে। যুক্তিবিদ্যা যুক্তির ভুল-ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়ে তা সংশোধনের সুযোগ করে দেয়। আর নীতিবিদ্যা সাহায্য করে আচরণের মন্দত্ব, অনৌচিত্য ইত্যাদি নির্দেশ করে। অর্থাৎ উভয় বিজ্ঞানই আমাদের সৎ এবং যথাযথ আচরণ করতে সাহায্য করে।

যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার মধ্যে উল্লিখিত সাদৃশ্যগুলো থাকা সত্ত্বেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে। যুক্তিবিদ্যা প্রধানত: চিন্তা প্রক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা উন্নত রূপ হিসাবে 'অনুমান' বা 'যুক্তি' নিয়েই তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখে। অর্থাৎ অনুমানকে কেন্দ্র করেই যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণ আবর্তিত হয়। পক্ষান্তরে, নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষের আচরণের ভালত্ব মন্দত্ব অথবা ঔচিত্য-অনৈচিত্য। যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে যুক্তির বৈধতা-অবৈধতা যথার্থতা অযথার্থতা নিয়ে; ভালত্ব-মন্দত্ব বা ঔচিত্য-অনৈচিত্য নয়। কিন্তু নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ন্যায়ত্ব-অন্যায়ত্ব বা ঔচিত্য-অনৌচিত্য।

যুক্তিবিদ্যায় যেসব চিন্তার সূত্র আবিষ্কৃত ও আলোচিত হয়, সেগুলো বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায় সর্বজন স্বীকৃত। এগুলো নিয়ে সাধারণত: কোন দ্বিমত দেখা যায় না। কিন্তু নীতিবিদ্যায় নীতিবিদগণ যেসব নৈতিক তত্ত্বের উপস্থাপন করেন, সেগুলো নিয়ে কেবল সাধারণ মানুষ নয়, স্বয়ং নীতিবিদদের মধ্যেই মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

নীতিবিদ্যার আলোচনা যুক্তিবিদ্যার আলোচনা থেকে বেশ জটিল। যুক্তিবিদ্যায় যৌক্তিক নিয়ম বা নীতি অনুসরণ করে যুক্তির বৈধতা প্রমাণ করা সহজ। পক্ষান্তরে, নীতিবিদ্যায় নৈতিক সূত্র বা নৈতিক আদর্শ বা মানদন্ডের বিভিন্নতার জন্য সঠিক ও সর্বসম্মত সূত্র নিরূপণ করা বেশ কষ্টসাধ্য।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু অনুমান বা যুক্তি। যুক্তিবিদ্যাকে সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা হলেও এর সাথে দর্শন, মনোবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যুক্তিবিদ্যা অযৌক্তিক, অসংগত, সামঞ্জস্যহীন, স্ববিরোধী চিন্তা পরিহার করে। যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পথে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে দর্শনের মূল ভিত্তি হলো যুক্তিবিদ্যা। তাই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। নীতিবিদ্যা নৈতিক আদর্শের আলোকে মানুষের আদর্শনিষ্ঠ আচরণের মূল্যায়ন করে। তাই কোন আদর্শ যথার্থ, আর কোন আদর্শ অযথার্থ, কোন আচরণ আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা নির্ধারণ করে যুক্তিবিদ্যা। এক্ষেত্রে নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হিসাবে একে অপরের পরিপূরক। বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো মানুষ ও প্রাণীর আচরণ। এক্ষেত্রে মনোবিদ্যা মানুষ কি কারণে চিন্তা করে, চিন্তার প্রকৃতি কি ধরনের এবং তার ফলে কি প্রকার আচরণ করে এ সব ধরনের আলোচনা করে (বিশ্লেষণ করে)। এ আলোচনা বা বিশ্লেষণ পদ্ধতির নির্ভুলতা সম্পর্কে আলোচনা করে যুক্তিবিদ্যা। তাই আমরা দেখতে পাই, যথার্থ চিন্তার ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিদ্যা একে অপরের পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৫

১. Philosophy বা দর্শন বলতে কি বুঝায়?

ক. দর্শন করা বা দেখা খ. জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ

গ. জীবনের প্রতি আগ্রহ ঘ. জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আলোচনা

২. দর্শনের আলোচ্য বিষয় কী?

ক. জীবন ও জগতকে জানা খ. বিশ্ব নিয়ে পর্যালোচনা করা

গ. সত্য নিয়ে আলোচনা ঘ. যুক্তির বৈধতা বিচার।

৩. আলোচনার পরিধির দিক থেকে কোনটি ব্যাপক?

ক. দর্শন খ. যুক্তিবিদ্যা

গ. নীতিবিদ্যা ঘ. মনোবিদ্যা

৪. কোন দুটি শব্দ থেকে Philosophy শব্দটি এসেছে ?

ক. Philos ও sophia খ. Psyche ও Logos

গ. Psycho ও Logy ঘ. কোনোটাই নয়

৫. মনোবিদ্যা কোন ধরনের বিজ্ঞান?

ক. মনসম্পর্কিত বিজ্ঞান খ. আচরণ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান

গ. সামাজিক বিজ্ঞান ঘ. জীব বিজ্ঞান

৬. Ethos শব্দটি কোন্ দেশী শব্দ

ক. গ্রীক খ. ল্যাটিন

গ. জার্মান ঘ. ফরাসী

৭. নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় কী?

ক. মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করা খ. মানুষের আচরণের গবেষণা করা

গ. মানুষের আচরণের বর্ণনা করা ঘ. মানুষের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব বিচার করা

৮. নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা কোন ধরনের বিজ্ঞান

ক. বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান খ. আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান

গ. আকারনিষ্ঠ বিজ্ঞান ঘ. আদর্শ ও বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান

ইউনিট -১

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যুক্তিবিদ্যা কী? (১.১.১)

২. যুক্তিবিদ্যা পাঠের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো কী কী? (১.৪.১)

৩. যুক্তিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী? (১.৪.১)

৪. যুক্তিবিদ্যাকে সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা বলা হয় কেন? (১.৩.২)

৫. বস্তুনিষ্ঠ ও আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য দেখান(১.৩.১)

৬. যুক্তিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যার সম্পর্ক দেখান। (১.৫.৩)

৭. বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা বলতে কি বুঝায়? (১.৩.১)

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. যুক্তিবিদ্যা বলতে কি বুঝায়? এর পরিধি বা বিষয়বস্তু আলোচনার করুন। (১.১.১ ও ১.১.২)

২. যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিন। যুক্তিবিদ্যা কলা না বিজ্ঞান আলোচনা করুন । (১.১.১ ও ১.৩.১, ১.৩.২

৩. যুক্তিবিদ্যার সাথে দর্শন ও মনোবিদ্যার সম্পর্ক আলোচনা করুন । (১.৫.১ ও ১.৫.২)

৪. যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে? এর পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন । (১.১.১ ও ১.৪.১)

উত্তর মালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ-১ : ১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ-২ : ১. ক ২. ক ৩. গ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ-৩ : ১. ক ২. ক ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন পাঠ-৪ : ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. খ

লক্ষ করুন -

১. যখনই কোন প্রশ্নে লিখা থাকে সম্পর্ক অথবা পার্থক্য দেখান যেমনঃ- নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখান সেক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর লিখতে যেয়ে প্রথমে লিখতে হবে নীতিবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা কাকে বলে এবং পরে দুটোর সম্পর্ক ও পার্থক্য উভয়ই লিখতে হবে।